বাড়ির কাজ – ৫

শ্রেণিঃ চতুর্থ বিষয়ঃ বাংলা

শিক্ষার্থীর নামঃ রোল নম্বরঃ তারিখঃ

নির্দেশনাঃ "মুক্তির ছড়া" কবিতাটি মনোযোগ সহকারে আবৃত্তি করি, পড়ি ও অনুশীলনীর কাজগুলো আলাদা পৃষ্ঠায় লিখি।

অনুশীলনী

১. কথাগুলো জেনে নিই এবং শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করি।

সোনার বাংলাদেশ – প্রিয় মাতৃভূমি। বাংলাদেশকে আমরা ভালোবাসি। এ দেশকে নিয়ে আমরা গৌরব করি। এ দেশ প্রচুর সম্পদে ভরা। তাই এই বাংলাকে বলে সোনারবাংলা। আমরা সোনার বাংলাদেশকে আরও সমৃদ্ধ করব।

সবুজ সোনালি ফিরোজা রুপালি – বাংলার প্রকৃতি বিচিত্র ও সুন্দর। প্রকৃতির নানা রঙে যেন সাজানো এ দেশ। সবুজ শস্যে ভরা আমাদের এ মাঠ। পাটের সোনালি আঁশ আমাদের সম্পদ। কখনও আমাদের প্রকৃতি ধারণ করে ফিরোজা রঙের আভা। আমাদের নদীতে আছে রুপালি ইলিশ।

যতবার যায় মরা – বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে এ দেশের মানুষকে মরণ-যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়েছে। বার বার সহ্য করতে হয়েছে দুঃখ, কষ্ট, অত্যাচার আর নিপীড়ন। তাই মৃত্যু যেন বার বার এসেছে।

নবীন যাত্রী – যারা নতুন যুগের শিশু। আমরা নবীন যাত্রী, আমাদের সামনে অনেক স্বপ্ন।

সবিশেষ মুজিবের – এ দেশ আমাদের সকলের। এ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্ব দেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাই এ দেশ সবিশেষ অর্থাৎ বিশেষভাবে বঙ্গবন্ধু মুজিবের।

মুক্তিপাগল – এদেশের মুক্তির জন্য যাঁরা সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার জন্য তাঁরা অধীর ছিলেন, তাই তাঁরা ছিলেন মুক্তিপাগল।

সহস্র শহিদের – মুক্তিযুদ্ধে যাঁরা শহিদ হয়েছেন, সেইসব হাজার শহিদ। শত-সহস্র শহিদের রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি।

২. প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে বলি ও লিখি।

ক. আমাদের দেশকে সোনার বাংলাদেশ বলা হয় কেন?

খ. এ দেশের নানা রূপ কীভাবে দেখতে পাই?

গ. 'আমি তো মরেছি যতবার যায় মরা।' – বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

ঘ. নবীন যাত্রী কারা?

ঙ. এ দেশ মুক্তিপাগলদের।– সেই মুক্তিপাগল কারা?

৩. বিপরীত শব্দগুলো জেনে নিই ও লিখি।

শেষ – শুরু

মরা – বাঁচা

নবীন – প্রবীণ

মুক্তি – বন্দি

৪. শূন্যস্থানে ঠিক শব্দটি লিখি।

ক. .... ফিরোজা রুপালি

রূপের নেই তো ..... ।

খ. .... তোমাকে শোনাই ছড়া।

গ. এদেশ ..... এদেশ .....

সবিশেষ .....,

৫. কবিতাটি মুখস্থ বলি ও লিখি।

৬. আমাদের প্রিয় বাংলাদেশ সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লিখি।

৭. মহান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমার এলাকার যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম সংগ্রহ করে একটি তালিকা তৈরি করি।

সানাউল হক

কবি-পরিচিতি

সানাউল হকের জন্ম ১৯২৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ শেমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার চাউড়ায়। তিনি বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা দিয়ে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। পরে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। সাহিত্যে অবদানের জন্য তিনি বাংলা একাডেমি ও ইউনেস্কো পুরস্কার এবং একুশে পদক পেয়েছেন। ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন।